

পথ নির্দেশনা

আইএএসসি'র মানবিক
কর্মসূচি সমন্বয় প্রক্রিয়ায়
স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে
সংগঠনগুলোর অংশগ্রহণ ও
প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধিকরণ এবং
নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ে

হিউম্যানিটারিয়ান কোর্ডিনেটর,
হিউম্যানিটারিয়ান কান্ট্রি টিম, ক্লাস্টার ও
ইন্টার ক্লাস্টার গ্রুপ এবং এর সাথে যুক্ত
অন্যান্য টাস্কফোর্স ও ওয়ার্কিং গ্রুপ এর
জন্য প্রস্তুতকৃত।

মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন নিয়ে আইএএসসি রেজাল্ট গ্রুপ-১ এর পথ নির্দেশনা

জুলাই, ২০২১

আইএএসসি ওপারেশনাল পলিসি এন্ড এ্যাডভোকেসি গ্রুপ (ওপাগ) কর্তৃক স্বীকৃত

সূচিপত্র

উদ্দেশ্য এবং প্রাসঙ্গিকতা.....	৩
সমতাভিত্তিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ অংশীদারিত্ব	৫
সমন্বয় পত্রিকায় স্থানীয়করণকে এগিয়ে নিতে সুপারিশকৃত কর্মসূচি.....	৬
অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব	৬
অগ্রগতি নিরূপণ.....	৯
নির্দেশকসমূহ- অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব	৯
নেতৃত্ব	১০
নির্দেশকসমূহ- নেতৃত্ব	১১
দক্ষতা উন্নয়ন.....	১২
নির্দেশকসমূহ- দক্ষতা উন্নয়ন	১৩
সমন্বয় সাধনের জন্য তহবিল.....	১৪
নির্দেশকসমূহ- সমন্বয় সাধনের জন্য তহবিল.....	১৪
দৃশ্যমান করা	১৫
নির্দেশকসমূহ- দৃশ্যমান করা.....	১৫
প্রস্তুতি, সাড়াদান এবং মানবিক-উন্নয়ন-শান্তি সহযোগিতা.....	১৫
সার্বিক পর্যালোচনা.....	১৬
জরুরী প্রস্তুতি.....	১৬
চাহিদা নিরূপণ ও বিশ্লেষণ.....	১৬
কৌশলগত সাড়াদান কর্মপরিকল্পনা.....	১৬
মানবিক-উন্নয়ন-শান্তি সহযোগিতা.....	১৭
নির্দেশকসমূহ- প্রস্তুতি, সাড়াদান এবং মানবিক-উন্নয়ন-শান্তি সহযোগিতা.....	১৭
জবাবদিহিতার ক্ষেত্রসমূহ এবং মনিটরিং	১৭
শব্দপঞ্জি.....	১৯

১. মানবিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর^১ আইএএসসি (IASC) মানবিক কর্মকাণ্ড সমন্বয় কাঠামো^২-এর মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি এবং নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা করার জন্য এই পথ নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে মানবিক কর্মকাণ্ড সমন্বয় কাঠামোতে অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে পারে সে বিষয়ে সুপারিশমালা প্রদান করতে এটি শতাধিক গবেষণা প্রতিবেদন এবং উত্তম চর্চাগুলোকে বিবেচনায় নিয়েছে। এই নির্দেশনাটি হিউম্যানিটারিয়ান কোর্ডিনেটর, হিউম্যানিটারিয়ান কান্ট্রি টিম, ক্লাস্টার ও ইন্টার ক্লাস্টার গ্রুপ এবং এর সাথে যুক্ত অন্যান্য টাস্কফোর্স ও ওয়ার্কিং গ্রুপকে পথ দেখাবে।

২. এই পথ নির্দেশিকাতে যে বিষয়গুলো নিয়ে বলা হয়েছে সেগুলোকে দেশীয় পর্যায়ে বিদ্যমান কাঠামো এবং প্রাসঙ্গিকতার সাথে খাপ খাইয়ে বা মিলিয়ে নিতে হবে। আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদেরকে সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলো সম্পর্কে সংবেদনশীল হতে হবে যেগুলো কিনা স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিগণ আন্তর্জাতিক সমন্বয় কাঠামোগুলোতে অংশ নেয়ার সময় সম্মুখীন হতে পারেন। আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো কিছু চাপিয়ে না দিয়ে বরং স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলোর উদ্যোগগুলোতে সহযোগিতা হবার জন্য উপায় খুঁজবে এবং তাদেরকে সহায়তা প্রদান করবে। “ইউএন গাইডেন্স নোট অন দ্য প্রটেকশন এন্ড প্রমোশন অব সিভিক স্পেস ([UN Guidance note on the Protection and Promotion of Civic Space](#))” এর সাথে মিলিয়ে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো স্থানীয়/ জাতীয় সংগঠনগুলোকে “আইএএসসি (IASC)” প্রক্রিয়ার মধ্যে অংশ নিতে, নাগরিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রশস্ত করতে এবং সর্বোপরি নাগরিক সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদের সুরক্ষা দিতে দৃষ্টি দিবে। সর্বোপরি, আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো অবশ্যই বিদ্যমান প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এবং স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলো যাদের হয়তো এই সমন্বয় কাঠামোতে যুক্ত হবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যাশা এবং উদ্দেশ্যে থাকবে তাদের সংযুক্ততা বিষয়ে যত্নবান থাকবে। পাশাপাশি এটাও সকলকে পরিস্কারভাবে বলা থাকবে যে মানবিক সাড়াদানে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সকল অংশগ্রহণকারীকে মানবিক নীতিমালার আলোকে দেখা হবে।

উদ্দেশ্যে এবং প্রাসঙ্গিকতা

৩. স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলোকে মানবিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করাতে পারা সফলতার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সংগঠনগুলো প্রায় ক্ষেত্রেই প্রথম সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং মানবিক সাড়াদানের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। এরা স্থানীয় চ্যালেঞ্জ এবং এর সম্ভাব্য সমাধানগুলো সম্পর্কে খুব মূল্যবান মতামত দিতে পারে। স্থানীয় নেটওয়ার্কগুলোকে মবিলাইজ করতে পারে এবং দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষকে অধিকতর সেবা প্রদান করতে পারে। এভাবেই এ সংগঠনগুলো দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষদের প্রতি অধিকতর জবাবদিহিতা স্থাপন করার মাধ্যমে অতি কার্যকর, দক্ষ এবং টেকসই মানবিক সাড়াদান কার্যক্রমে অবদান রাখে। এরা কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রায়শই মানবিক-উন্নয়ন-শান্তি সহযোগিতার ক্ষেত্রে পারদর্শী হয়। এরা এমনকি আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো চলে আসার পরও কমিউনিটিতে দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষকে ঘিরে প্রস্তুতি, সাড়াদান, পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে দক্ষতার পরিচয় দেয়। এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মানবিক সাড়াদান প্রক্রিয়ায় সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলোর জন্য তহবিল বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন, সমতাভিত্তিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ অংশীদারিত্ব স্থাপনের ক্ষেত্রে সামান্যই অগ্রগতি সাধন হয়েছে বলা চলে যা সার্বিকভাবে গত বছরগুলোতে তুলনামূলকভাবে সীমিতই ছিল^৩-সুনির্দিষ্ট বিষয়ে বলতে গেলে ঝুঁকি-বিনিময়, নেতৃত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগতি কমই হয়েছে।

৪. গত ২০১৬ সালের ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটারিয়ান সামিট এবং গ্রাণ্ড বার্গেইন^৪ চুক্তি এর পর থেকে মানবিক সাড়াদান খাত এক

¹ Please refer to paragraph 5 for a definition of who is considered to be a local and national humanitarian actor for the purposes of this guidance.

² In situations involving refugees, UNHCR leads and coordinates the refugee response. The [Joint UNHCR-OCHA Note on Mixed Situations: Coordination in Practice](#) clarifies leadership and coordination arrangements in situations where a Humanitarian Coordinator has been appointed, and a UNHCR-led refugee operation is also underway. Complementary mapping of best practices to strengthen participation of Refugee-led organizations (RLOs) is being compiled by UNHCR and will be made available to all IASC members.

³ At the time of writing (2021), N/LAs constituted about 8% of cluster/sector leadership at subnational level, and about 45% of cluster/sector membership on average.

⁴ The [Grand Bargain](#), launched during the WHS in 2016, is a unique agreement between 63 of the largest donors and humanitarian organisations who committed to improve the effectiveness and efficiency of humanitarian action.

সুস্পষ্ট অগ্রাধিকার পেয়েছে। এখানে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে নেতৃত্ব উন্নয়ন এবং স্থানীয় সংগঠনগুলোর^৬ দ্বারাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা বলা হয়েছে এবং স্থানীয় সংগঠন এবং কমিউনিটিকে সহায়তা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারি আমাদেরকে মানবিক সমন্বয় কাঠামো^৭ -তে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর ভূমিকা বৃদ্ধির কথা আবারও স্মরণ করিয়ে দেয়।

৫. রিফিউজি সাড়াদান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে, দ্য গ্লোবাল কম্প্যাক্ট অন রিফিউজি^৮ (The Global Compact on Refugees-GCR) রিফিউজিদের আশ্রয় দানকারী সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কমিউনিটি লিডার এবং কমিউনিটিতে বিরাজমান যে প্রশাসন কাঠামো আছে সেগুলোর কাজগুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বলা হয়েছে এরা প্রায় ক্ষেত্রেই বৃহত্তর রিফিউজি ব্যবস্থাপনায় প্রথম সাড়াদানকারি যাদের বেলায় জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক প্রতিষ্ঠানটি সহায়ক ও অনুঘোটকের ভূমিকা পালন করে থাকে। “দ্য গ্লোবাল কম্প্যাক্ট অন রিফিউজি” কমিউনিটির সবল দিক ও চাহিদা নিরূপণ করতে, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে এবং প্রয়োজন হলে দক্ষতা উন্নয়ন করতে নাগরিক সংগঠনগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকেও স্বীকৃতি দেয়। এই সংগঠনগুলোর মধ্যে আরো রয়েছে শরণার্থীদের দ্বারা নেতৃত্বাধীন সংগঠন, নারী সংগঠন, যুবক অথবা প্রতিবন্ধী সংগঠন।

৬. এই পথ নির্দেশিকাটি মানবিক সমন্বয় প্রক্রিয়ার মধ্যে স্থানীয়/ জাতীয় সংগঠনগুলোর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব এবং নেতৃত্ব বর্ধিতকরণের বাস্তবসম্মত বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করে। এটি মনে করে মানবিক সাড়াদানের সাথে যুক্ত সম্পূর্ণ কোর্ডিনেশন ফোরামগুলোর মধ্যে আলোচনা ত্বরান্বিত করতে, অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি চিহ্নিত করতে এবং মনিটরিং করে অগ্রগতিগুলো চিহ্নিত করার জন্য নির্দেশকগুলো সম্পর্কে একমত হতে তাদের এই পথ নির্দেশিকাটি ব্যবহার করা উচিত। এই পথ নির্দেশিকাটি প্রাথমিকভাবে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বেসরকারি মানবিক সংগঠনগুলোকে ঘিরে তৈরি করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে স্থানীয় নাগরিক সংগঠন (CSOs), যেমন: জাতীয় পর্যায়ে বেসরকারি সংগঠনসমূহ (NNGOs), রেডক্রস/রেড ক্রিসেন্ট ন্যাশনাল সোসাইটিস্; মানবাধিকার সংগঠন; নারী অধিকার সংগঠন; নারী নেতৃত্বাধীন সংগঠন^৯ (WLOs) এবং কোন বালিকা নেতৃত্বাধীন উদ্যোগ; যুব নেতৃত্বাধীন সংগঠন; লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল, ট্রান্সজেন্ডার এবং ইন্টারসেক্স (LGBTI+) দল; ধর্মীয় বিশ্বাসভিত্তিক সংগঠন; প্রতিবন্ধী (OPD) এবং বৃদ্ধদের সংগঠন।

নারী, নারী নেতৃত্বাধীন সংগঠন, প্রতিবন্ধী এবং প্রতিবন্ধীদের সংগঠনগুলোকে মানবিক সমন্বয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াগুলোতে এক রকম পাশ কাটিয়ে রাখা হয়। এর ফলে মূলত: অসমতাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। যা জেন্ডার ও প্রতিবন্ধী বিবেচনায় নারী, বালিকা এবং অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানবিক সেবা গ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করে। জেন্ডার অসমতাকে দূর করতে নারী নেতৃত্ব এবং অন্যান্য প্রান্তিক দলের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশের জন্য সহায়তা প্রদানকে গুরুত্ব দিতে হবে যা এই পথ নির্দেশিকাতে বলা হয়েছে^{১০}। এছাড়াও এই পথ নির্দেশিকা অনুযায়ী স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে আঞ্চলিক অথবা সাব-আঞ্চলিক নেটওয়ার্কগুলোকেও স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সংগঠন বলে বিবেচনা করা হবে। প্রাসঙ্গিকতা অনুযায়ী স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সংগঠন বলতে এ ধরনের অন্যান্য সংগঠনকেও বোঝাবে: যেমন জাতীয় ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ^{১০}, স্থানীয় ব্যক্তিগত খাত এবং উন্নয়নমুখী সংগঠন যারা হয়তো সংজ্ঞানুযায়ী নিজেদেরকে মানবিক সংগঠন বলে মনে করে না কিন্তু নিজেদের অবস্থান বা কমিউনিটির সাথে যুক্ত থাকার কারণে তারা মানবিক উদ্যোগগুলোতেও অবদান রাখে।

⁵ “Support and complement national coordination mechanisms where they exist and include national responders in international coordination mechanisms as appropriate and in keeping with humanitarian principles,” Grand Bargain Workstream 2 (Localization), commitment 3.

⁶ See IASC *Interim Guidance: Localisation and the Covid-19 Response*, May 2020.

⁷ The resolution on the GCR was adopted by the General Assembly on 17 December 2018 (A/RES/73/151).

⁸ The definition of WLO is included in the glossary. For the purposes of this guidance and going forward, WLOs are taken to also include WROs.

⁹ See also Grand Bargain Localisation Workstream *Guidance Note on Gender-Responsive Localisation*, May 2020.

¹⁰ For the purposes of this guidance, a wide approach is taken in defining local and national authorities, acknowledging that this varies greatly across different contexts. The main factors are: (i) governance set-up, including the relationship with the national government and the nature of legitimacy versus local communities (for example, elected or appointed positions); (ii) the level of delegation of authority received from central governments (for example, taxation or basic services) and (iii) the human and financial capacities to fulfil their functions.

সমতাভিত্তিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ অংশীদারিত্ব

স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোকে প্রায়শই বাস্তবায়নকারী বা সাব-কন্ট্রোলার হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং তাদেরকে কৌশলগত বিষয় এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার মধ্যে পুরোপুরি অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয় না। কিন্তু স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোকে মানবিক কর্মসূচির সকল পর্যায়ে (বিশ্লেষণ, কৌশলগত পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং মূল্যায়ন) যুক্ত করানো দুর্ভাগ্যে আক্রান্ত মানুষের প্রতি জবাবদিহিতা প্রদর্শন এবং তাদেরকে সেবা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য অপরিহার্য। সমন্বয়কারীদের তাই নীতিগত অংশীদারিত্ব চর্চা ও একে এগিয়ে নেয়ার জন্য এক ধরনের দায়িত্ব থেকে যায় যাতে করে উভয় পক্ষই সমন্বয় গ্রুপে একে-অন্যের সাথে বা সদস্যরাও নিজেদের সাথে সহজেই যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের কাজগুলো করতে পারে। মানবিক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সম্পর্ক হবে উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, বিশ্বাস স্থাপন এবং অংশীদারিত্বের মূলনীতির উপর ([Principles of Partnership.](#)) ভিত্তি করে। এগুলো হলো সমতা, স্বচ্ছতা, ফলাফল-নির্ভর এপ্রোচ, দায়িত্ব এবং পরিপূরকতা।

আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং স্থানীয় ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সমতাভিত্তিক অংশীদারিত্বের মধ্যে থাকবে দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্বের পথে যাত্রা, যা পদ্ধতি মেনে উভয়ে একসাথে তৈরি করবে-যার লক্ষ্য হবে উভয়ের শক্তির দিক এবং কৌশলগত যোগাযোগের বিষয়গুলোকে বেছে নেয়া, শুধু একটি মাত্র প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এই অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করা নয়। এটি তৈরি করা হবে বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনের জন্য এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং স্থানীয় ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অসম ক্ষমতা কাঠামোর চর্চা এবং অচেতন পক্ষপাত থেকে বেরিয়ে আসার জন্য। যে কোন অংশীদারিত্বের সার কথা হলো-সময়ের ধারাবাহিকতায় মানবিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তাগুলো কমে যাওয়া উচিত। যে কোন অংশীদারিত্ব তৈরি হওয়া উচিত পরিপূরকতার উপর ভিত্তি করে এবং এটি তৈরি হওয়া উচিত গভীর আস্থা এবং পারস্পারিক জবাবদিহিতার উপর ভিত্তি করে (নিচে জবাবদিহিতা এবং মনিটরিং এর ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে দেখুন)। কৌশলগত অংশীদারিত্ব হওয়া উচিত অপারেশনাল পার্টনারশীপের মাধ্যমে যা হবে নমনীয়, স্বচ্ছ, সমতাভিত্তিক এবং এটি স্থানীয় ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুরো কর্মসূচি সাইকেলে অবদান রাখতে সুযোগ করে দেবে (নিচে প্রস্তুতি, সাড়াদান এবং মানবিক-উন্নয়ন সহযোগিতা বিষয়ে দেখুন) এবং তাদের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা প্রদান করবে।

সমন্বয় প্রক্রিয়ায় স্থানীয়করণকে এগিয়ে নিতে সুপারিশকৃত কর্মসূচি

৭. বিভিন্ন মানবিক সমন্বয় কাঠামো ও প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, সমন্বয় কাঠামোগুলোতে স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে মানবিক সংগঠনগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণ কার্যকর সাড়াদানের ব্যাপ্তি ও গুণগত মানকে বৃদ্ধি করে। কিন্তু পরিপাতের বিষয় যে স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলো তাদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি এবং নেতৃত্ব বিকাশে প্রতিনিয়ত নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার শিকার হয় যা স্থানীয় নারী প্রধান সংগঠন, নারী অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন এবং অন্যান্য প্রান্তিক সংগঠনগুলোর উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে। এর পাশাপাশি, ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা, অতিরিক্ত পারিভাষিক শব্দ বা দুর্বোধ্য শব্দের ব্যবহার, সাংস্কৃতিক অথবা রাজনৈতিক বিভেদ, সামাজিক কাঠামোগত বৈষম্য (বিশেষ করে জেডার ও জাতিগত বৈষম্য), লজিস্টিক ও প্রযুক্তিগত প্রতিবন্ধকতা (যথাসময়ে ও সঠিক তথ্য প্রাপ্তি ও তথ্য বিনিময়ের চ্যালেঞ্জগুলো এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) এবং নিরাপত্তাজনিত চ্যালেঞ্জগুলোর কারণে স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলো বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। এছাড়া অর্থায়ন প্রাপ্তিতে সীমিত সুযোগ থাকায় তাদের সম্পদ ও দক্ষতার সীমাবদ্ধতাও দেখা যায়। স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোকে আরোও এগিয়ে নিতে সমন্বয়কারীদের ও সমন্বয় পর্ষদের সদস্যদের জন্য নিচের সেকশনে উল্লেখিত বাস্তবসম্মত কর্মসূচিগুলো গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হলো।

অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব

৮. মনে রাখা দরকার, ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা ও অচেতন পক্ষপাতিত্ব করা সমন্বয় কাঠামোগুলো প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। সদস্যবৃন্দ এবং যারা সমন্বয় কাঠামোগুলো ফ্যাসিলিটেট বা পরিচালনা করবেন, তারা স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর অংশগ্রহণ, সমন্বয় কাঠামোতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ করানো, আরো কার্যকর ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে কাজ করবে¹¹। এই প্রক্রিয়ায় আরো অন্তর্ভুক্ত হবে: ক্ষুদ্র ও স্থানীয় সংগঠনগুলো/ জোটগুলো (উদাহরণস্বরূপ স্থানীয় নারী সংগঠনগুলো)। যারা শুধুমাত্র কর্মসূচি বাস্তবায়ন অংশীদার হিসেবে না, বরং মানবিক অংশীদার হিসেবে মানবিক সমন্বয় কাঠামোতে নিজেদের আলোচ্যসূচি/ এজেন্ডা নিজেরাই তৈরি করতে পারবে। সকল কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে অংশীদারিত্বের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে (উপরের বক্স দেখুন যেখানে সমতাভিত্তিক অংশীদারিত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে)। যার লক্ষ্য হবে স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর জন্য বিশেষ করে নারী প্রধান সংগঠন, যুব নেতৃত্বাধীন সংগঠনসমূহ, প্রবীণদের নিয়ে কাজ করা সংগঠন, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি/ প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করা সংগঠনসমূহের জন্য সুস্থ/ অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা। এর ফলে সমন্বয় কাঠামোগুলোতে তারা অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করতে পারবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সার্বিক সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করতে পারবে।

উত্তম চর্চার পস্থা

- ❖ সভাগুলোতে কর্মীদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ নেয়া এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং আস্থা অর্জন করা এবং পূর্ব থেকে জানিয়ে রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়কে সমর্থন করা।
- ❖ মানবিক সমন্বয় কাঠামোর সদস্যদের তাদের কার্যক্রমের জন্য জবাবদিহি থাকা, জবাবদিহি রাখা এবং তাদের এলাকার মানুষের কাছে জবাবদিহি থাকা যেন তারা সঠিকভাবে এবং স্বচ্ছভাবে তাদের মতামতগুলো তুলে ধরতে পারে (নিজেদের সংগঠনের ম্যান্ডেট এবং অগ্রাধিকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বরং সার্বজনীনভাবে চিন্তা করা)। এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আগে থেকেই তাদের সাথে পরামর্শ করা। বিভিন্ন আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কেও তাদেরকে অবগত করা।
- ❖ স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোকে আন্তর্জাতিক সমন্বয় কাঠামোগুলো এবং পর্ষদগুলো, যেগুলোতে তাদেরকে সহজে অংশগ্রহণ করা যায় সেগুলো সম্পর্কে তথ্য বিনিময় করা। স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর কোথাও কোন অবদান রাখার সুযোগ তৈরি হলে কিংবা তাদের কোন ধরনের নেতৃত্ব প্রদানের সুযোগ থাকলে সেগুলো নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করা। এছাড়া সকল দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে আন্তর্জাতিক সমন্বয় কাঠামো বিষয়ে একটি পৃথক সেশন রাখা।
- ❖ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব স্থানীয় এবং জাতীয়/দেশীয় ভাষাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা।

¹¹ See also Global Cluster Coordination Group [Good Practices and Tips from the Field on Working with National and Local Actors](#), May 2017; and Grand Bargain Localisation Workstream [Guidance Note on the Participation of Local Actors in Humanitarian Coordination Groups](#), May, 2020.

৯. পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে হবে, আন্তর্জাতিক নেতৃত্বদানকারী সমন্বয় কাঠামোগুলোতে সকল স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলো অংশগ্রহণ করবে অথবা অবশ্যই অংশগ্রহণ করা উচিত এটা প্রত্যাশা করা ঠিক হবে না। আইএএসসি সমন্বয় কাঠামোগুলোতে, ক্লাস্টার এপ্রোচ-ই শুধুমাত্র একমাত্র মানবিক সমন্বয় কাঠামো/ প্রক্রিয়া নয়, এর পাশাপাশি আরোও অনেক ধরনের সহ-বিদ্যমান স্থানীয় ও জাতীয় সমন্বয় কাঠামো রয়েছে। আইএএসসি এর সমন্বয় প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি দেশের জন্য নির্দিষ্ট চাহিদা ও প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় রাখতে হবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সমন্বয় কাঠামোগুলোতেও বিদ্যমান জাতীয় ও স্থানীয় এপ্রোচ ও কাঠামোগুলোকে বিবেচনায় রাখতে হবে এবং এই ধরনের সমন্বয় ও নেতৃত্ব কাঠামোগুলোকে চিহ্নিত করা এবং তাদের সাথে কাজ করার জন্য কার্যকর প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং কাঠামোগুলো উদ্ভূত করতে সঠিক সম্পদ ও দক্ষতার মাধ্যমে স্থানীয় সমন্বয় কাঠামোগুলোর সাথে আরোও বেশি সম্পৃক্ত হওয়া এবং একত্রে কাজ করা। যোগ্য ও উপযুক্ত কর্মী নিশ্চিত করতে হবে যাদের স্থানীয়/ জাতীয় ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে, এর বিকল্প কিছু না। তাৎপর্যপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সার্বিকভাবে মুখ্য কিছু স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনের সাথে বিদ্যমান সমন্বয় কাঠামোগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং অংশীদারিত্বের প্রত্যাশা, সভার তারিখগুলো, সময় এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা যা সভায় অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোকে বুঝতে হবে যে, অনেক স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনেরও আন্তর্জাতিক সমন্বয় প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট সক্ষমতা রয়েছে। যদি কোথাও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য অনুরোধ পাওয়া যায়, শুধুমাত্র সেখানেই দক্ষতা উন্নয়নে তাদেরকে সহায়তা প্রদান করতে হবে।

১০. জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ইন্টার-এজেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটি (আইএএসসি) এর মানবিক সাড়াদান কর্মসূচি কাঠামোতে দেশীয় সংগঠনগুলোকে অন্তর্ভুক্তকরণে একটি প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে:

১. স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলো যারা স্থানীয় প্রক্ষাপট সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞাত এবং মানবিক কর্মকাণ্ডে সাড়াদান করে তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে। এরপর সে সংগঠনগুলোকে মানবিক সমন্বয় কাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করতে হবে এবং কীভাবে তারা এই সমন্বয় প্রক্রিয়াগুলোতে যুক্ত হতে পারে সে বিষয়ে অবগত করতে হবে। যত দূর সম্ভব অধিক সংখ্যক স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলোকে যারা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় কাজ করে তাদেরকে আহ্বান জানানো হবে, দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে তথ্য সংগ্রহ ও আদান-প্রদান করতে হবে, বিভিন্ন কমিউনিটি, তাদের আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি সম্পর্কে আরোও বিস্তারিত জানতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কমিউনিটির জন্য উপযুক্ত সাড়াদান কর্মসূচিগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে এবং উপস্থিতি সংগঠনগুলো যারা সেখানে সাড়া দানের জন্য উপযুক্ত অথবা আগ্রহী সে সকল সংগঠকেও আন্তর্জাতিক সমন্বয় কাঠামোগুলোতে যুক্ত করার জন্য চিহ্নিত করতে হবে।
২. স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলোর সাথে সৌজন্য যোগাযোগ এবং প্রাথমিক সাক্ষাত করতে হবে এটা নিশ্চিত করার জন্য যে ইউম্যানিটারিয়ান কান্ট্রি টিম/ ক্লাস্টার এর দায়িত্বগুলো সম্পর্কে তারা বুঝতে পেরেছে এবং ঠিকমতো পালন করছে।
৩. শুরুতেই সমন্বয় গ্রুপে যে কোন নতুন স্থানীয়/ জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক সংস্থাকে পারস্পারিক দায়িত্ববোধ এবং জবাবদিহিতা সম্পর্কে জানানো এবং সেগুলো সম্পর্কে একমত হওয়া ও উপলব্ধি করার জন্য অভিক্ষেপ (induction) সেশন আয়োজন করাকে উৎসাহিত করতে হবে। আইএএসসি সমন্বয় কাঠামোর সীমাবদ্ধতা এবং চ্যালেঞ্জগুলোকে তাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে করে তাদের প্রত্যাশাগুলোর সাথে এগুলোর সমন্বয় ঘটানো যায়। তাদেরকে কোন কিছুর আদ্যক্ষর বা সংক্ষিপ্ত শব্দগুলো, সভার প্রোটকল এবং গ্রুপ ডায়নামিকসগুলো সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে হবে। দুর্যোগ অথবা টেকনিক্যাল ভাষার ব্যবহার যথাসম্ভব কমিয়ে আনা এবং সেগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে। নতুন সদস্যর চাহিদা অথবা কাজের ক্ষেত্র অনুসারে দিক নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসগুলো এবং তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে স্থানীয় ও জাতীয় ভাষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। উভয়ের জন্য একই ধরনের ভাষা (common language) ও লক্ষ্য খুঁজে বের কর করতে হবে। অভিক্ষেপ অনুষ্ঠানে স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো যাতে করে তারা সেখানে স্থানীয় প্রক্ষাপট ও স্থানীয় সমন্বয় প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কে তথ্য প্রদান করতে পারে।
৪. আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলোর বিদ্যমান অংশীদারিত্ব আরোও শক্তিশালী করতে সমন্বয় এবং কার্যকর প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করতে হবে। বিশেষ করে ঐ সকল স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলো যারা আন্তর্জাতিক সমন্বয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে কম পরিচিত বা অবগত নয়। বিদ্যমান গ্রুপগুলোর গতি বৃদ্ধিতে স্থানীয়/ জাতীয় অংশীদারিত্ব এবং আন্তর্জাতিক কাঠামোগুলোর মধ্যে তথ্য প্রবাহ প্রাতিষ্ঠানিকরণের জন্য কাজ করতে হবে। তাদেরকে অবহেলা করা নয়।
৫. আন্তর্জাতিক সমন্বয় কাঠামোগুলোতে সমতার ভিত্তিতে স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলোর সদস্যপদ নিশ্চিত করতে হবে (উদাহরণস্বরূপ, যখন এনজিওদের আসন সংখ্যার প্রসঙ্গ আসবে তখন আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় এনজিও'র সমান সংখ্যক প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে) অথবা সার্বিকভাবে অন্তত কম করে হলেও স্থানীয়/ জাতীয়

পর্যায়ের সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিত্ব থাকবে। খোয়াল রাখতে হবে যে, সমন্বয় কাঠামোগুলোতে সমতাভিত্তিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যদের সংখ্যা দিয়েই শুধু বিবেচনা করা হবে না এবং যন্ত্রাংশ, নিরাপত্তা ও আর্থিক সহযোগিতা প্রাপ্তিতে সকলের সমান সুযোগ থাকবে। ২০২১ সালে কিউ-৩ তে (জুলাই-সেপ্টেম্বর কোয়ার্টার) স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলোকে বিভিন্ন সমন্বয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করার জন্য একটি বেইজলাইন তৈরিতে কাজ করতে হবে। অতঃপর হিউম্যানিটারিয়ান কোর্ডিনেটর এবং মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নকারীদের পরামর্শে এই সকল সমন্বয় পর্যায়ে স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিত্বের জন্য ন্যূনতম লক্ষ্য নির্ধারণ করা হবে।

৬. আন্তর্জাতিক সমন্বয় কাঠামোগুলোতে যারা ইতিহাসগতভাবেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে বয়স, লিঙ্গ ও বৈচিত্র্যতা বিবেচনায় যাদের নাম প্রথমে আসে, তাদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির জন্য কাজ করতে হবে। এর মধ্যে থাকবে নারীর অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন, এলজিবিটিআই+ গ্রুপ, প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করা সংগঠন, যুব ও বৃদ্ধদের নিয়ে কাজ করা সংগঠন এবং এর বাইরে অন্যান্য অগ্রাধিকারমূলক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী^{১২}।
৭. সভাগুলো আয়োজন ও পরিচালনা করার ক্ষেত্রে স্থানীয়/ জাতীয় ভাষাকে যতটা সম্ভব অগ্রাধিকার দিতে হবে। আন্তর্জাতিক ভাষাকে স্থানীয়/ জাতীয় ভাষায় বোধগম্য করার জন্য অনুবাদ/ ভাষান্তরকরণ/ ইন্টারপ্রিটেশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। একইভাবে স্থানীয়/ জাতীয় ভাষাকে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর জন্যও বোধগম্য করতে ব্যবস্থা রাখতে হবে। এটা শুধু ভাষার ক্ষেত্রেই নয়, সভা সংক্রান্ত সকল ডকুমেন্টসও এর ক্ষেত্রেও হতে হবে। এর পাশাপাশি অনলাইন মিটিংগুলোতে লাইভ ক্যাপশন সম্প্রচার করা এবং সাংকেতিক ভাষার ব্যবস্থা রাখতে হবে।
৮. সমন্বয় সভাগুলো যতটা সম্ভব মাঠ পর্যায়ে আয়োজন করার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। এর ফলে স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলোর লজিস্টিকাল উদ্বোধন ও ঝামেলা অনেকটাই কমে আসবে। উদাহরণস্বরূপ, যেখানে সম্ভব ক্লাস্টার মিটিংগুলো বিভাগীয় পর্যায়ে আয়োজন করা। মিটিং আয়োজনের ক্ষেত্রে আরোও বিবেচনা করা যে- মিটিং আয়োজনের উদ্দেশ্য এমন নয় যে স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ের সকল সংস্থাগুলো পূর্ব থেকেই ভেবে নেয়া একটি সংখ্যায় উপস্থিত হবে, বরং যথাযথ প্রতিনিধিত্বের উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ যেন তারা তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।
৯. সভার স্থান স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলোর জন্য সুগম ও উপযুক্ত হতে হবে। যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানে পরিবহন ও লজিস্টিক সাপোর্ট/ সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলোর জন্য দূরবর্তী মিটিংগুলোতে (উদাহরণস্বরূপ: অনলাইন মিটিং, যেখানে সম্ভব) অংশগ্রহণের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে এবং তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। এছাড়া শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণের জন্য অন্যান্য বিষয়ও বিবেচনায় রাখতে হবে। ভার্সুয়াল মিটিংগুলোর ক্ষেত্রে কানেকটিভিটি/ ব্রান্ডউইথ এর মতো বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে। (অ) নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুত সরবরাহ অথবা প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট/ যন্ত্রাংশের অভাবে স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলোর অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হতে পারে। সেটি খেয়াল রাখতে হবে। পাশাপাশি, তাদের সম্পৃক্ততা ও কার্যকর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন উদ্ভাবনী টুলস বা অ্যাপ্লিকেশনের ব্যবহারকে বিবেচনায় রাখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি এজেন্ডা তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরনের পুলিং এপ্লিকেশন অথবা ক্রাউড-সোর্সিং টুলস ব্যবহার করা যেতে পারে। স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলোকে অনলাইন হুমকি এবং আক্রমণ থেকে সুরক্ষা দেওয়ার বিষয়টিতেও গুরুত্বারোপ করতে হবে।
১০. নিরাপত্তাজনিত ও অন্যান্য স্থানীয় পরিস্থিতি যেগুলো স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিত্বের ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, সেগুলোর দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে (উদাহরণস্বরূপ বলা যায় রাতের বেলায় কারফিউ, একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর নারীদের চলাচল করার ব্যাপারে সাংস্কৃতিক অগ্রহণযোগ্যতা এবং শিশু সম্পর্কিত প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি) তাদের নিরাপত্তা ও সুবিধার কথা বিবেচনায় রাখতে হবে। স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলোর সুনির্দিষ্ট এবং প্রয়োজনীয় সুরক্ষা চাহিদাকে চিহ্নিত করতে হবে। স্থানীয় নাগরিক সমাজ বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও যারা তাদের সাথে কাজ করে এবং যারা আন্তর্জাতিক কর্মিউনিটির সাথে সহযোগী হিসেবে কাজ করে তাদেরকেও যে কোন ধরনের হুমকি এবং নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য রেফারেল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

¹² See ICVA NGO *Fora Member Engagement Guide for good practice*, 2019

অগ্রগতি নিরূপণ

এই পথ নির্দেশনাটি স্থানীয়করণ সম্পর্কিত একটি বার্ষিক বৈশ্বিক প্রতিবেদন বের করার প্রস্তাব করছে যা সার্বিকভাবে বিশ্বব্যাপী দেশ-ভিত্তিক নির্দেশকগুলোর অগ্রগতি কেমন হচ্ছে সে সম্পর্কে ধারণা দিবে। এছাড়া এই নির্দেশনায় সকল আইএএসসি মানবিক কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপটও অন্তর্ভুক্ত হবে। জাতিসংঘ মানবিক কর্মসূচি সমন্বয় অফিস (OCHA) এবং গ্লোবাল ক্লাস্টার মাঠ পর্যায়ে মানবিক কর্মকাণ্ডগুলো বাস্তবায়নের ইনপুটগুলো নিয়ে বার্ষিক ম্যাপিং এর মাধ্যমে প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করবে। এই নির্দেশকগুলোর বিপরীতে অগ্রগতিগুলো আন্তর্জাতিক ও বিভিন্ন পর্যায়ে জাতিসংঘ মানবিক কর্মসূচি সমন্বয় অফিস দ্বারা একত্রিকরণ করা হবে এবং এ অগ্রগতিগুলোকে নির্দেশকগুলোর আলোকে একটি-আরেকটির সাথে তুলনা করা যাবে। আইএএসসি মানবিক প্রেক্ষাপট/পরিস্থিতি কতগুলো মূলনীতির আলোকে বার্ষিক ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হবে। যেমন হিউম্যানিটারিয়ান কোর্ডিনেটর, হিউম্যানিটারিয়ান কান্ট্রি টিম/ ইন্টার ক্লাস্টার কোর্ডিনেশন গ্রুপ এর উপস্থিতি এবং সক্রিয় ক্লাস্টার ইত্যাদির আলোকে নির্ধারিত হবে। এছাড়া প্রত্যেক দেশ তাদের পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্থানীয়ভাবে নির্দেশক/সূচকের আলোকে অগ্রগতি পরিমাপের জন্য আরো নিবিড় পর্যবেক্ষণ করতে পারে। মাঠ পর্যায়ে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে অগ্রগতি কত তা তাদের স্থানীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে করা যেতে পারে- দেশীয় পর্যায়ে আরোও অতিরিক্ত নির্দেশকসমূহের মাধ্যমেও অগ্রগতি পরিমাপ করা যেতে পারে (এখানে বলা যেতে পারে স্থানীয়ভাবে অগ্রগতি পরিমাপের জন্য নির্দেশকসমূহ) যা মাঠ পর্যায়ের মানবিক কর্মকাণ্ডে সাড়াদানকারী সংগঠনসমূহ ঠিক করবে (যেমন-হিউম্যানিটারিয়ান কান্ট্রি টিমস)।

অবস্থান সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হবে। স্থানীয় প্রতিনিধিদের পর্যাপ্ত তথ্য নিশ্চিত করতে হবে এবং স্থানীয় অংশীজন এবং কমিউনিটির সাথে পরামর্শ করার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে।

১৬. প্রয়োজন অনুযায়ী হিউম্যানিটারিয়ান কান্ট্রি টিম/ ক্লাস্টার প্রতিনিধিদেরও স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর সমন্বয় কাঠামো ও প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ থাকতে হবে। এর মাধ্যমে দুই-দিক থেকে কার্যকর সম্পর্ক স্থাপিত হবে।

নির্দেশকসমূহ- অংশগ্রহণ এবং প্রতিনিধিত্ব^{১৩}

		বৈশ্বিকভাবে নিরূপণ করা	স্থানীয়ভাবে নিরূপণ করা
০১	একটি সমন্বয় পর্ষদে (এইচসিআই, আইসিসিজ, ক্লাস্টার) কত % স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ের সংগঠন আছে	√	
০২	একটি সমন্বয় পর্ষদে (এইচসিআই, আইসিসিজ, ক্লাস্টার) কত % নারী প্রধান সংগঠন অথবা		√

¹³ See [Humanitarian Coordination and Cluster Approach: A Quick Guide for Local and National Actors](#), developed by GEC, CPAoR and TWB to help L/NAs understand humanitarian cluster approach.

¹⁴ For indicators 1 and 2, this guidance proposes establishing baselines for L/NA participation in coordination bodies by Q3 2021 and, after consultations with HCs and field operations in 2021, to consider setting a minimum target for L/NA participation.

	প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করা সংগঠন বা অন্যান্য ডাইভারসিটি গ্রুপ/সংগঠনসমূহ আছে ¹⁵		
০৩	সমন্বয় সভাগুলোতে(এইচসিটি, আইসিসিজ, ক্লাস্টার) কত % স্থানীয়/ জাতীয় ভাষায় অনুষ্ঠিত হয় অথবা সেখানে কত % সভায় অনুবাদ ও ইন্টারপ্রিটেশন এর ব্যবস্থা থাকে	√	
০৪	সমন্বয় সভাগুলোতে (এইচসিটি, আইসিসিজ, ক্লাস্টার) কত % সভায় কোন স্থানীয়/ জাতীয় সংগঠনের কোন প্রতিনিধি উপস্থিতি থাকে না		√
০৫	বিভিন্ন সমন্বয় কাঠামো বা প্রক্রিয়াগুলোতে স্থানীয়-প্রশাসনের দ্বারা পরিচালিত গুণগত জরিপগুলোর মধ্যে কত % সন্তোষজনক		√

নেতৃত্ব

১১. মানবিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, প্রতিনিধিত্বমূলক, জেডার ভারসাম্যপূর্ণ, জবাদিহিতামূলক এবং সমস্ত মানবিক কমিউনিটির জন্য সহযোগিতামূলক। স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোকে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর ন্যায় সমতর্ভিতিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে। এছাড়া তাদের সমশ্রেণি বা একই ধরনের গ্রুপগুলোতেও (উদাহরণস্বরূপ, নারী প্রধান সংগঠনসমূহ) জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে সমতার ভিত্তিতে নেতৃত্ব ও সহ-নেতৃত্বের সুযোগ দিতে হবে। এছাড়াও তাদেরকে কৌশলগত উপদেষ্টা পরিষদ (strategic advisory groups) এবং সমন্বয় প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সমন্বয় পর্ষদে স্থানীয় নারী প্রধান সংগঠনসমূহ ও নারী অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠনসমূহের উপস্থিতি ও কার্যকর অংশগ্রহণ টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদি নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

- স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনসমূহ বিশেষ করে নারী প্রধান সংগঠনসমূহ, প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করা সংগঠনসমূহ, যুব সংঘ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর জন্য ক্লাস্টার স্টাটোজিক এডভাইজারি গ্রুপের (বৈশ্বিক এবং দেশীয় পর্যায়ে) সদস্যপদ উন্মুক্ত থাকতে হবে। তাদের জন্য তহবিলের ব্যবস্থা করতে (যদি সুযোগ থাকে), কোচিং এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মেন্টরিং সহায়তা প্রদান করতে হবে। যে সকল আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোকে মানবিক সমন্বয় প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব বিকাশে সহযোগিতা করতে চায় তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে এবং তাদেরকে স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর নেতৃত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। এর ফলে স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলো সময়ের সাথে সাথে নেতৃত্ব চলে আসবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোও শিখবে কিভাবে স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর নেতৃত্বের সাথে যুক্ত হওয়া যায় এবং গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নেয়া যায়।
- মানবিক সমন্বয় কাঠামোতে স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর নেতৃত্ব বিকাশের বিষয়টিকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। মানবিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যেমন-হিউম্যানিটারিয়ান কোর্ডিনেটর অথবা ডেপুটি-হিউম্যানিটারিয়ান কোর্ডিনেটর এর কাজের লক্ষ্যের মধ্যে স্থানীয়/ জাতীয় সংস্থাগুলোর নেতৃত্ব বিকাশের বিষয়টি প্রতিফলিত হতে হবে।
- সমন্বয় কাঠামোতে স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলো থেকে সহ-নেতৃত্ব ও কো-চেয়ার নির্বাচিত করাকে অনুপ্রাণিত করতে হবে¹⁶। উন্নয়নের পালাবদল কালে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং পরিকল্পনা হস্তান্তর করতে হবে যেন জরুরী সাড়াদান কাজের বাইরেও তাদের নেতৃত্ব বিকশিত হতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে এটি [Placeholder for reference to upcoming IASC framework on engaging with local governments, developed by UN-Habitat] এবং the [2011 IASC Guidance on working with national authorities](#)-সুনির্দিষ্ট করে বলেছে যে, “যেখানে উপযুক্ত এবং বাস্তবসম্মত হবে, যেখানে সরকারের নেতৃত্বকে ক্লাস্টার মিটিং এ কো-চেয়ার করতে উৎসাহ দিতে হবে এবং তাদের ক্লাস্টার লিড এজেন্সিগুলোতেও একই ভাবে হবে। যখন সকল কো-চেয়ার আয়োজন শেষ হবে, তখন তাদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হবে।”
- আন্তর্জাতিক পর্যায়ে থেকে জাতীয়/স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্বের যে কোন পালাবদলে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে জাতীয়/ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাদের অভিজ্ঞতা/ দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে মানবিক সাড়াদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবে এবং দ্বায়িত্বের সাথে সেগুলোকে জাতীয় দুর্যোগে সাড়াদান প্রক্রিয়ার সাথে সমন্বয় করবে। সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিষ্ঠানকে কিভাবে স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনসমূহের সাথে সমন্বয় সাধন করা যায় সে বিষয়েও উত্তম চর্চাগুলো নিয়ে

¹⁵ Including marginalized and excluded groups

¹⁶ See IASC [Reference Module for Cluster Coordination at Country Level](#), chapter on ‘Sharing Leadership’

প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিবে যেন ঐ প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে প্রস্তুতি এবং সাড়াদান কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৫. যখনই সম্ভব হবে, জাতিসংঘের কিংবা আন্তর্জাতিক এনজিও কিংবা স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মীদের ক্লাস্টারের নেতৃত্বানুযায়ী পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। এটি তাদের অংশগ্রহণকে আরো বেশি উৎসাহ দিবে। এর ফলে স্থানীয় নেটওয়ার্কগুলোর সাথে তাদের কাজ করার অভিজ্ঞতা আরো বৃদ্ধি পাবে, সমন্বয় প্রক্রিয়া আরো গতিশীল হবে এবং এজেন্ডা ও পরিকল্পনায় স্থানীয় অগ্রাধিকারগুলোর প্রতিফলন ঘটবে। মনে রাখতে হবে স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলোর জাতিসংঘের এজেন্ডাসমূহ কিংবা আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর মতো পর্যাপ্ত তহবিল নেই, সুতরাং তাদেরকে বিশেষ করে সমন্বয় প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় তহবিল প্রদানের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।
৬. স্বচ্ছ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রক্রিয়াকে চর্চা করতে হবে, বিশেষ করে যেগুলো দ্বন্দ্ব-সংবেদনশীল এবং স্থানীয় পরিস্থিতিতে বিবেচনা করতে হবে। এর মাধ্যমে সকল জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সদস্যদেরকে চিহ্নিত করে ও সমন্বয় কাঠামোতে সমতার ভিত্তিতে নির্বাচিত করা যাবে^{১৭}।
৭. যৌথ নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে টার্মস অফ রেফারেন্স (TORs) যেন স্বচ্ছ ও সমতাভিত্তিক হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও দায়িত্ব যাতে অবশ্যই আইএএসসি'র নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তা নিশ্চিত করতে হবে^{১৮}। যৌথ নেতৃত্বকে এগিয়ে নিতে উত্তম চর্চা ও শিখনগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া চালু রাখতে হবে।
৮. বিভিন্ন সমন্বয় কাঠামোগুলোতে আন্তর্জাতিকসংস্থা এবং স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলোর জন্য যৌক্তিক আসন নির্ধারণ করার জন্য উৎসাহ দিতে হবে (হতে পারে তা বার্ষিক কিংবা প্রতি দুই বছর পর পর পরিবর্তন হবে)। এর ফলে জেন্ডার, গোত্র, বয়স এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং নতুন নতুন সদস্যদের জন্যও সুযোগগুলো উন্মুক্ত হবে।
৯. জবাবদিহিতা প্রক্রিয়া শক্তিশালী করতে হবে এবং যারা সাড়াদানের সাথে যুক্ত নয় তারাও যেন প্রতিকার পেতে পারে সে ব্যবস্থাও করতে হবে (নিচে জবাবদিহিতার ক্ষেত্রসমূহ এবং মনিটরিং বিষয়ে দেখুন)।

নির্দেশকসমূহ- নেতৃত্ব

		বৈশ্বিক ভাবে নিরূপণ করা	স্থানীয়ভাবে নিরূপণ করা
০১	জাতীয় পর্যায়ের পর্ষদসমূহে (ক্লাস্টারসমূহে) কত % স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ের সংগঠন লিড বা কো-লিডের দায়িত্ব পালন করছে	√	
০২	জাতীয় পর্যায়ের পর্ষদসমূহে (ক্লাস্টারসমূহে) কত % স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ের সংগঠন কো-চেয়ার অথবা কো-ফ্যাসিলিটের এর দায়িত্ব পালন করছে	√	
০৩	জাতীয় পর্যায়ের পর্ষদসমূহে (টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ) কত % স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনসমূহ লিড অথবা কো-লিডের দায়িত্ব পালন করছে	√	
০৪	বিভাগীয় পর্যায়ের পর্ষদসমূহে (ক্লাস্টারসমূহে) কত % স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনসমূহ কো-চেয়ার অথবা কো-ফ্যাসিলিটের এর দায়িত্ব পালন করছে	√	
০৫	বিভাগীয় পর্যায়ের পর্ষদসমূহে (ক্লাস্টারসমূহে) কত % স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনসমূহ লিড অথবা কো-লিডের দায়িত্ব পালন করছে	√	
০৬	বিভাগীয় পর্যায়ের পর্ষদসমূহে (ক্লাস্টারসমূহে) কত % স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনসমূহ কো-চেয়ার অথবা কো-ফ্যাসিলিটের এর দায়িত্ব পালন করছে	√	
০৭	কত % ক্লাস্টার স্থানীয়করণ সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছে (যা তাদের প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ)		√

¹⁷ See ICVA [NGO For a Member Engagement Guide](#).

¹⁸ While the [IASC Guideline on Cluster Coordination at Country Level](#) provide some elements to better understand concepts and good practices on shared leadership, there is need for further clarification of leadership terminology to help distinguish between roles and responsibilities for lead and co-leads, and co-chairs, etc.

দক্ষতা উন্নয়ন

১২. সমন্বয় প্রক্রিয়ায় স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ এপ্রোচ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিছু প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলো সমন্বয় কাঠামোতে কিভাবে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে সে ব্যাপারে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ঘাটতি রয়েছে। দক্ষতা উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ কার্যক্রমগুলো নেওয়া হয় মূলত: এই দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য। কিন্তু কম ক্ষেত্রেই ব্যক্তি বা সংগঠনের চাহিদা ও স্থানীয়ভাবে যথাপোয়ুক্ত শিখন পদ্ধতি কি হবে তা তুলে আনা সম্ভব হয়। একমুখী দক্ষতা উন্নয়ন সুযোগগুলো স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোকে সহ-শিক্ষা, দুই-দিক থেকেই শেখা (টু-ওয়ে লার্নিং), দক্ষতা বিনিময় থেকে অনেক সময় বঞ্চিত করে। স্থানীয় অংশীদার সংগঠনগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়নকে সাড়াদান কোর্সলের একটি অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে- যাতে তারা তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারে এবং গুণগত মান বৃদ্ধি করতে পারে- এবং এটাকে অবশ্যই শুধুমাত্র সহায়তা খরচ (support cost) হিসেবে বিবেচনা করলে হবে না। এটাকে মানবিক-উন্নয়ন সহযোগিতার প্রধান দিক হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। কারণ স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলো (এবং বৃহত্তর নাগরিক সমাজ) মানবিক এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড উভয় ক্ষেত্রে প্রধান অংশীজন হিসেবে কাজ করে। তাই কিভাবে স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোকে টেকসই ও কার্যকর দায়িত্ব হস্তান্তর (exit strategies) করা যায় তারও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। পরিশেষে, দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম যে কোন ধরনের সংকট এর পূর্বে, সংকট চলাকালীন কিংবা সংকট পরবর্তী সকল পর্যায়ে চলমান থাকবে।

১৩. অংশীদারিত্বের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের আলোকে বলা যায়, দুই-দিক থেকেই শেখা যায় এমন শিখন ব্যবস্থা এবং সক্ষমতা বিনিময় ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এর মাধ্যমে গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে এবং স্থানীয় পর্যায়ে যথাপোয়ুক্ত মানবিক সাড়াদান সম্ভব হবে যা দীর্ঘ-মেয়াদে টেকসই হতে সহায়ক হবে:

১. সকল ক্লাস্টার অংশীদারদের নিয়ে একটি শিখন চাহিদা নিরূপণ করা হবে। চাহিদা নিরূপণের উপর ভিত্তি করে স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলো এবং হিউম্যানিটারিয়ান কার্ন্সিটি টিম দুই-দিক থেকেই/ যৌথ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান করা হবে। এর পাশাপাশি সমন্বয়, এডভোকেসিস, তহবিল সংগ্রহ, কর্মসূচি পরিকল্পনা, যৌথ জবাবদিহিতা প্রক্রিয়া স্থাপন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, জেডার, কুটনীতি, প্রভাবিত করা ও দেন-দরবার করার ক্ষমতা এবং দক্ষতা যা নেতৃত্বের বিকাশের পথ, ইত্যাদির মতো বিষয়গুলো- যা চাহিদা নিরূপণ থেকে উঠে এসেছে সেগুলো বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিতে হবে।
২. নিয়মিত ম্যাপিং এর মাধ্যমে বিদ্যমান স্থানীয়, জাতীয় ও আঞ্চলিক সমন্বয় প্ল্যাটফর্মসমূহ ও জোটগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে এবং তাদের নেতৃত্বদকে খুঁজে বের করতে হবে। বিদ্যমান স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে প্ল্যাটফর্মগুলোর কাজ ও কৌশল সম্পর্কে জানার চেষ্টা করতে হবে। শিখতে হবে, তথ্য বিনিময় করতে হবে, তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও সমন্বয় সাধন করতে হবে। পূর্বে থেকেই পরিচিত নেতৃত্বদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং তাদেরকে মানবিক সমন্বয় কাঠামোগুলোতে যেখানে যেমন প্রয়োজন সেখানে অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহ দিতে হবে। এর মধ্যে থাকবে নারী, যুবক, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ, ক্ষুদ্র/ মাইনোরিটি গ্রুপ এর প্রতিনিধি এবং তাদের সম্ভাবনাময়ী নেতৃত্বদ যারা সাধারণত তাদের বর্তমান সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা পরিস্থিতির কারণে আইএএসসি-এর মতো আনুষ্ঠানিক সমন্বয় কাঠামোতে যুক্ত হতে দ্বিধায় থাকে অথবা নিরুৎসাহিত করা হয় তাদের সাথেও যোগাযোগ করতে হবে এবং সমন্বয় প্রক্রিয়ায় তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যেখানে উপযুক্ত, সেখানে সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত সমন্বয় পর্যায়ে স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোকে অংশ নিতে উৎসাহ প্রদান করতে হবে এবং মানবিক সাড়াদান কালে স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।
৩. যে কোন গবেষণাগার/ অ্যাপ্লিকেশন/ প্ল্যাটফর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে জ্ঞান ও শিক্ষা বিনিময়কে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। এর ফলে বিভিন্ন সংগঠনগুলোর মধ্যে পারস্পারিক শিক্ষা/ জ্ঞান বিনিময় হবে। এর মাধ্যমে স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলো এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে এক ধরনের অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ তৈরি হবে। যার ফলশ্রুতিতে পারস্পারিক আস্থা ও কার্যকর অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।
৪. স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো প্রতিনিয়ত নিজেদের মধ্যে সক্ষমতা বিনিময় করবে এবং যৌথভাবে দুই-দিক থেকেই সক্ষমতা নিরূপণ করা যায় এমন পরিকল্পনা তৈরি করবে। এর ফলে কার্যক্রমগুলো সমন্বিত ও পরিপূরকভাবে বাস্তবায়িত হবে। দ্বৈততা ও ঘাটতি (duplication and gaps) অনেকটা কমিয়ে আনা যাবে যদি এই দক্ষতা নিরূপণ ও পরিকল্পনা একক কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে করা যায়। স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর মাধ্যমে যে প্রশিক্ষণগুলোর আয়োজন করা হবে তার মধ্যে আন্তর্জাতিক সংগঠন ও জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিদের জন্য থাকবে স্থানীয় পর্যায়ে বিষয়ে এপ্রোচ, স্থানীয় পরিস্থিতি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়।

৫. শুধুমাত্র এককেন্দ্রীক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে দুই-দিক থেকেই অংশগ্রহণ করা যায় এমন মেন্টরশীপ, সম্পর্ক উন্নয়ন, কোচিং, পরামর্শ প্রদান, একে অন্যের পাশে দাঁড়ানো, কিংবা পিয়ার-টু-পিয়ার (একে অন্যকে সহযোগিতা) সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। বিদ্যমান অংশীদারিত্বের সুবিধা নিয়ে সংগঠনগুলো ও তাদের কর্মীদের মধ্যে লার্নিং এক্সচেঞ্জ/ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করাকে উৎসাহিত করতে হবে। যেখানে সুযোগ আছে এই ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যম/ সুযোগসমূহ যেমন দুই-দিকের অংশগ্রহণ, মেন্টরশীপ, সম্পর্ক উন্নয়ন, কোচিং, একে অনেক পাশে দাঁড়ানো, কিংবা পিয়ার-টু-পিয়ার সাপোর্ট এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর জন্য বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।
৬. নেতৃত্ব বিকাশকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোকে বিশেষ করে যাদের কঠোর একটি নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের কারণে সীমাবদ্ধ থাকে, তাদের নেতৃত্বকে স্থানীয় পর্যায়ে অবদান রাখার জন্য কাঠামোগত সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। অথবা যৌথ নেতৃত্বের মাধ্যমে সার্বিক সমন্বয় প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে হবে যেখানে স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলো সময়ের সাথে সাথে অধিক দায়িত্ব নিয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব প্রদান করতে পারে।
৭. হিউম্যানিটারিয়ান কান্ট্রি টিম এর সদস্য, ক্লাস্টারসমূহ এবং অন্যান্য আইএএসসি কোর্ডিনেশন গ্রুপ এর সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন করার জন্য মাল্টি-ইয়ার প্লান/ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এর পাশাপাশি স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে করে তারা সহ-সমন্বয় এবং সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করতে পারে। যে কোন অংশীদারিত্ব চুক্তিতে উল্লেখ থাকার জন্য উৎসাহ দিতে হবে যে, দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সুপারিশমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পারস্পরিক জবাবদিহিতা থাকবে।
৮. কর্মসূচির প্রত্যাশিত ফলাফল এবং অর্থায়ন করার মধ্যে সংযোগ তৈরি করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে হিউম্যানিটারিয়ান নেটওয়ার্ক অর্গানাইজেশনস্ (HNOs) এবং হিউম্যানিটারিয়ান রেসপন্স প্লান (HRP) এ সেক্টর/ ক্লাস্টার চ্যাপ্টার থাকতে হবে যেখানে স্পষ্টভাবে এগুলোর রেফারেন্স থাকবে। তহবিল আবেদনে এটিকে একটি গ্রহণযোগ্য বাজেট লাইন হিসেবে দেখতে হবে যা বৃহত্তর অর্জন ও গুণগত মান অর্জনের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকবে। সেই সকল উন্নয়ন সংগঠনগুলোর কাছে পৌঁছাতে হবে যারা স্থানীয়/ জাতীয় এনর্জি পর্যায়ে সংস্থাগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এবং সাংগঠনিক সক্ষমতার উন্নয়নে তহবিল প্রদান করে। কিন্তু এই স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংস্থাগুলো কিন্তু মানবিক-উন্নয়ন- শান্তি নেক্সাসেও কাজ করে।
৯. ক্লাস্টার লিড এজেন্সিগুলো ক্লাস্টার সদস্যদের মাঝে জেডার সচেনতা, সমতাভিত্তিক কর্মসূচি এবং যৌন সহিংসতা ও হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণগুলো চলমান রাখতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এর ফলে তারা সহজেই জেডার বৈষম্য/যৌন নীপিড়ণ ও হয়রানির মতো (PSEA) বিষয়গুলো চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করতে পারবে। পাশাপাশি কর্ম ক্ষেত্রে নারীদের কার্যকর অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতাগুলো আছে সেগুলো দূর করতে ভূমিকা রাখতে পারবে। এছাড়াও যে কোন ধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সচেনতা বৃদ্ধি পাবে, জেডার পক্ষপাতিত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস যা নারীদের প্রতি বৈষম্যের সৃষ্টি করে সে ব্যাপারেও তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। এই ধরনের প্রশিক্ষণগুলোতে স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলো থেকে স্থানীয় পরিস্থিতি ও সংস্কৃতি বিষয়ে তাদের জ্ঞানকে ইনপুট হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। ক্লাস্টার লিড এজেন্সিগুলো জেডার বৈষম্য ও যৌন শোষণ, নিপীড়ন ও নির্যাতন (PSEA) এর ক্ষেত্রে শূন্য সহিষ্ণুতা/ জিরো টলারেন্স নীতি মেনে চলবে। পাশাপাশি এটা নিশ্চিত করতে হবে যে ক্লাস্টার লিড এজেন্সিগুলো যৌন শোষণ, নিপীড়ন ও নির্যাতন বিষয়ে নির্দেশনা এবং বৈষম্যের ক্ষেত্রে শূন্য সহিষ্ণুতা নির্দেশনার কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে।

নির্দেশকসমূহ- দক্ষতা উন্নয়ন

		বৈশ্বিক ভাবে নিরূপণ করা	স্থানীয়ভাবে নিরূপণ করা
০১	কত % সমন্বয় পর্ষদে স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর চাইদাকে ঘিরে প্রবেশন (induction) কার্যক্রম রয়েছে (স্থানীয়দের দ্বারা চিহ্নিত)		√
০২	কত % সমন্বয় পর্ষদে (এইচসিআই, আইসিসিজ, ক্লাস্টারসমূহ) দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ বা পরামর্শ প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে		√

সমন্বয় সাধনের জন্য তহবিল

১৪. স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলো তাদের কার্যকর অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাঁধার সম্মুখীন হয়ে থাকে। যেগুলো অতিক্রম করার জন্য তাদের তহবিলের প্রয়োজন আছে। পুল ফান্ড^{১৯} (অন্যান্য দাতা সংস্থা থেকে গৃহীত আর্থিক সহায়তাসহ) এখানে স্থানীয় সংগঠনগুলোর জন্য সহজ শর্তে (flexible) তহবিল প্রদানের মধ্য দিয়ে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ড সম্পাদন, দক্ষতা উন্নয়ন এবং স্টাফিং পরিচালনার করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এগুলি সবই স্থানীয়/ জাতীয় সংগঠনগুলোকে সমন্বয় কাঠামোতে^{২০} বৃহত্তর ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের প্রক্রিয়াকে আরও সহজতর করে দেয়।

- স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর জন্য সরাসরি এবং সহজ শর্তে বহুবার্ষিক আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য এ্যাডভোকেটস করতে হবে। পাশাপাশি তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জ্য যে তহবিলের প্রয়োজন আছে তার জন্যও বলতে হবে। দাতা সংস্থাসমূহকে গ্রান্ড বার্গেইন (Grand Bargain) এর অধীনে তাদের সকল প্রতিশ্রুতিসমূহ পূরণ করতে উৎসাহিত করতে হবে। ক্লাস্টারগুলো তাদের অংশীদারদের মধ্যে এমনভাবে সমন্বয় সাধন করবে যেন একটি অংশীদার সংগঠন প্রায় সকল ধরনের তহবিল অথবা অংশীদারিত্ব না পায় বরং সকলেই যেন সঠিকভাবে পায়। স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলো বিশেষত: যেগুলো প্রান্তিক গোষ্ঠীকে নিয়ে কাজ করে যেমন নারী নেতৃত্ব সংগঠন, যুবকদের সংগঠন, প্রতিবন্ধীদের সংগঠন ইত্যাদি তাদের তহবিল গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যে সকল বাঁধার সম্মুখীন হয় সেগুলো মোকাবেলা করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যা তাদেরকে এই সমন্বয় প্রক্রিয়ায় কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে। এগুলোর মধ্যে- তহবিল গ্রহণের জন্য যে আবেদন প্রক্রিয়া তা প্রয়োজন হলে স্থানীয়/জাতীয় ভাষায় হতে হবে, আবেদনের খসড়া প্রস্তুতি এবং জমা দেওয়ার জন্য তাদেরকে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান এবং যেখানে সম্ভব হয় সেখানে বাতিল হওয়া আবেদনগুলো নিয়ে গঠনমূলক ফিডব্যাক প্রদান করতে হবে। এনজিওদের সমন্বয় ফোরামগুলো জন্য এবং জবাবদিহিতা ব্যবস্থাকে সমন্বয় রাখার জন্য মানবিক সাড়াদান কর্মসূচি (HRP), পুল ফান্ড, অথবা বিভাগীয় পর্যায়ে সমন্বয় কাঠামো, সমন্বয় সাধন ও যোগাযোগের দ্বায়িত্ব পালনের জন্য স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলিকে সুনির্দিষ্ট তহবিল বরাদ্দ করতে হবে এবং অন্যান্য তহবিল বা ফান্ড আবেদনেও এ ঘরে সুনির্দিষ্ট তহবিল বরাদ্দ করতে হবে। এ জাতীয় তহবিল বরাদ্দের জন্য বা বাজেটের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অবশ্যই স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোকে সাথে নিয়ে কাজ করতে হবে।
- স্থানীয়/জাতীয় ভাষায় দক্ষতা অর্জনকারী এবং বিশেষ করে যারা স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে মানবিক কর্মসূচি সমন্বয় এবং সাড়াদান প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন এবং অন্যান্য বৃহত্তর ক্ষেত্রেও কাজ করেন এমন কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখতে হবে।
- নারী নেতৃত্বাধীন সংগঠন, প্রতিবন্ধীদের সংগঠন, বয়স্ক ব্যক্তি, যুব-নেতৃত্বাধীন এবং অন্যান্য বিশেষায়িত স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলো যেন পুল ফান্ডের উপদেষ্টা বোর্ড এবং অন্যান্য দাতা সংস্থার সুশাসন ব্যবস্থাপনায় যথাযথভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।
- আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর কর্মকান্ড এবং মোট বরাদ্দকৃত তহবিলের মধ্যে পার্থক্য/ বৈসাদৃশ্য তুলে ধরা এবং স্থানীয়করণের ভাল উদাহরণগুলিকে দৃশ্যমান করার জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের বিভিন্ন খাতসমূহ নিয়ে নিয়মিতভাবে ট্র্যাকিং/ফলো-আপ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী রিপোর্ট প্রদান করতে হবে।

নির্দেশক - সমন্বয় সাধনের জন্য তহবিল

		বৈশ্বিকভাবে নিরূপণ করা	স্থানীয়ভাবে নিরূপণ করা
০১	# স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর কত সদস্য দোশয় পুল ফান্ড উপদেষ্টা বোর্ড এবং পর্যালোচনা কমিটিতে রয়েছে	√	
০২	# রোসিডেন্ট কোর্ডনেটর/ইউম্যানিটারিয়ান কোর্ডনেটর অফিস/মানবিক কর্মকান্ড সমন্বয় অফিস (RC/HC Office, OCHA) এর একজন কর্মী স্থানীয়করণ প্রক্রিয়ায় সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে কত ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করেছেন		√

¹⁹ Pooled funds is used in the broadest sense, referring to CERF, CBPFs and NGO-managed pooled funds.

²⁰ See also IASC [Interim Guidance on Flexible Funding](#) and [IASC Results group 5 Humanitarian Financing](#).

দৃশ্যমান করা

১৫. অন্যান্য মানবিক সংস্থাগুলোর মতো স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোরও মানবিক সাড়াদান কর্মসূচিতে (তাদের চ্যালেঞ্জ, সুযোগ এবং দৃষ্টিভঙ্গিসহ) সচেতনতা বাড়ানোর বিভিন্ন কাজে তাদের অবদান, তহবিল সংগ্রহ এবং তাদের কাজের জন্য স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার রয়েছে। যখন নিজেদের দৃশ্যমান করা এবং স্বীকৃতির বিষয় আসবে, তখন অন্যান্য সংস্থাগুলোর মতো স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোও তাদের কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কর্মীদের সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করবে।

১. দাতা সংস্থা, মিডিয়ার কাছে এবং অন্যান্য সকল গণ-যোগাযোগের সময় দৃশ্যমানতা নিশ্চিত করতে স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর সাথে কাজের সহযোগিতার পাশাপাশি তাদের ভূমিকাকেও তুলে ধরতে হবে এবং স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর সাথে দাতা সংস্থাসমূহ, মিডিয়া ও অন্যান্য মানবিক সংস্থাগুলোর মধ্যে আরো নিবিড় যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।
২. সমস্ত যৌথ মানবিক কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন ও সাড়াদান কর্মকাণ্ডে নারী নেতৃত্বাধীন সংগঠন, প্রতিবন্দীদের সংগঠন এবং অন্যান্য গ্রুপসহ স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর দৃশ্যমানতাকে নিশ্চিত করতে হবে (যেমন- কন্সট্রাক্টিভ পরিকল্পনা, হিউম্যানিটারিয়ান নেটওয়ার্ক সংগঠন এবং হিউম্যানিটারিয়ান রেসপন্স প্লান) এবং এ সম্পর্কিত প্রতিবেদনগুলোতে স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর ভূমিকাকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

নির্দেশকসমূহ- দৃশ্যমান করা

		বৈশ্বিকভাবে নিরূপণ করা	স্থানীয়ভাবে নিরূপণ করা
০১	কত % মানবিক সাড়াদান পরিকল্পনা (HRPs) যা স্থানীয়করণ বিষয়ে মাঝারি থেকে উচ্চ মানের স্কোর অর্জন করেছে (এটি একটি বার্ষিক ও বহু-এজেন্সি কর্তৃক স্কোরিং পদ্ধতির মাধ্যমে করা হয় এবং এটি লোকালাইজেশন স্কোরিং প্যারামিটারের উপর বহু-এজেন্সির অনুমোদনের উপর নির্ভর করে করা হয়)	√	

প্রস্তুতি, সাড়াদান এবং মানবিক-উন্নয়ন-শান্তি সহযোগিতা

১৬. মানবিক সাড়াদান কর্মসূচির গুণমান, জবাবদিহিতা এবং সমন্বয় তখনই আরও জোরদার হবে যখন স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোকে সাড়াদান পরিকল্পনার সমস্ত পর্যায়ে জড়িত রাখা হবে এবং সাড়াদান কর্মসূচির প্রতিটি পর্যায়ে অর্থাৎ- জরুরী প্রস্তুতি, সাড়াদান এবং আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থাগুলোর সময়ানুযায়ী দায়িত্ব হস্তান্তরের সময় তাদের মতামত এবং দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিবিম্বিত হবে। স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলো ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর চাহিদা, ঝুঁকি নিরূপণ এবং দুর্বলতাগুলি হ্রাস করার জন্য কার্যকর মানবিক-উন্নয়ন সহযোগিতা এবং প্রয়োজনে শান্তি সহযোগিতা-বিশেষ করে সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখতেও ভূমিকা রাখতে পারে। এগুলো হলে স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর নেতৃত্ব বিকাশের মধ্য দিয়ে আরও টেকসই ও স্থানীয় সহজাত দক্ষতায় সাড়াদানের মধ্য দিয়ে একটি সহনশীল এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচির দিকে ধাবিত হতে পারে।

১৭. স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর সাথে অংশীদারিত্ব জোরদার করতে হবে এবং জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে পরিচালিত সাড়াদান কর্মসূচিকে সহায়তা করার জন্য প্রচেষ্টা থাকতে হবে। বিশেষত: যখন এই কর্মসূচি সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্কের সাথে মিলিয়ে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) এবং/অথবা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (Sustainable Development Goals) অর্জনের সাথে সম্পর্কিত। এছাড়া সাড়াদান পরিকল্পনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন- অংশীদারিত্বের গুণমান এবং ধরণের উপর কাজ করা (উপরের সমতাভিত্তিক ও অর্থবহ অংশীদারিত্ব সেকশনটি দেখুন), প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা জোরদার করা যেন স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলো উন্মুক্ত তহবিলগুলো প্রাপ্তিতে সমান সুযোগ পায় সেটিকে উৎসাহিত করা। স্থানীয়করণকে মানবিক কর্মসূচি সাইকেল^{২১} (Humanitarian Programme Cycle) এর সাথে সমন্বিত করা।

²¹ See also Child Protection AOI - Global Protection Cluster and Global Education Cluster, [Tips for Integrating Localization in the COVID-19 HNO and HRP](#), April 2020.

সার্বিক পর্যালোচনা

১. বিশেষত স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর কাছ থেকে ইনপুট সংগ্রহ করার জন্য ওয়ার্কসপগুলোতে স্থানীয়/জাতীয় ভাষা ব্যবহার করতে হবে। এই ইনপুটগুলোকে সকল যৌথ পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করতে হবে। অগ্রগতি পরিমাপ করতে হবে এবং মানবিক কর্মসূচি সাইকেল (HPC) সহ হিউম্যানিটারিয়ান নেটওয়ার্ক সংগঠন (HNOs) ও হিউম্যানিটারিয়ান রেসপন্স প্লান (HRPs) এর কাছে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। এছাড়া কৌশলগত উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোকে কর্মসূচি সমীক্ষায়/সাভেতে যুক্ত করতে হবে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর চাহিদাকে কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা নিশ্চিত হবে।

জরুরী প্রস্তুতি

১. দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ পূরণের জন্য সেভাই ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে গৃহীত প্রতিশ্রুতিগুলোর উপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে এবং জরুরী প্রস্তুতির সাথে সম্পর্কিত সমস্ত কার্যক্রমে স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্ত করতে হবে (এবং স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রমে HCT/clusters কেও সম্পৃক্ত করতে হবে)। এই কর্মকাণ্ডগুলোর মধ্যে থাকতে পারে ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং পর্যবেক্ষণ, দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি, মানবিক কর্মসূচিসমূহকে যথাযথভাবে চিহ্নিতকরণ এবং বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার প্রদান। এর মধ্যে যেখানে প্রয়োজন হবে ইন্টার-সেক্টোরাল (inter-sectoral) কর্মসূচিও সেখানে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এখানে বিদ্যমান সাড়াদান দক্ষতাকে পর্যালোচনা করা হবে এবং জাতীয় মানদণ্ড এবং মিনিমাম এন্ড এডভান্সড প্রিপেয়ার্ডনেস একশনস (Minimum and Advanced Preparedness Actions-MPAs and APAs) এর মাধ্যমে পূর্বে চিহ্নিত সীমাবদ্ধতাগুলোকে দূর করা হবে। জরুরী প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিতে স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে।
২. মনে রাখতে হবে যে, স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলো প্রায়শই জরুরি অবস্থার সময় এবং পরে নিজেরাই সংকটের মুখে পড়ে। সেজন্য ঝুঁকি হ্রাস কৌশলগুলো তৈরি ও বাস্তবায়ন নিয়ে তাদের সাথে কাজ করতে হবে।
৩. কোন দুর্যোগ বা সংঘাত সংঘটিত হবার আগেই যেখানে যেমন প্রয়োজন সেখানে তেমন জাতীয় ও আঞ্চলিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা বা জোরদার করতে হবে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

চাহিদা নিরূপণ এবং বিশ্লেষণ

১. স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোকে যৌথ ইন্টার-সেক্টোরাল (inter-sectoral) বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত করতে হবে। তাদেরকে লক্ষ্য নির্ধারণ এবং প্রত্যাশিত ফলাফল আনয়নেও যুক্ত করতে হবে। স্থানীয় পরিস্থিতি প্রসঙ্গে স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে এবং বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন কাজগুলোর স্বীকৃতি নিতে তাদের সাথে কাজ করতে হবে।
২. বিশ্লেষণের সময় স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর তথ্য নিতে হবে। এর মধ্যে লিঙ্গ, বয়স এবং প্রতিবন্ধীদের নিয়ে আলাদা আলাদা তথ্য থাকবে। একইভাবে স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ে চাহিদা বিশ্লেষণের মধ্যে হিউম্যানিটারিয়ান কান্ট্রি টিম/ক্লাস্টারের তথ্যকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
৩. স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর বিশ্লেষণের সক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের চাহিদাগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে এবং সে অনুযায়ী সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কৌশলগত সাড়াদান পরিকল্পনা

১. মূল পরিকল্পনার প্রতিবেদনগুলিতে, বিশেষত হিউম্যানিটারিয়ান রেসপন্স প্লান-এ স্থানীয়করণের চর্চা/উদাহরণ এবং এর কৌশলগুলোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে সেক্টোরাল এবং ইন্টার-সেক্টোরাল পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির কৌশল তৈরি করতে হবে। যখনই সম্ভব আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে এন্টিট করতে হবে এই স্ট্রাটেজি (exit strategy) মাথায় রেখে সাড়াদান পরিকল্পনা তৈরি করা উচিত।

২. স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোকে হিউম্যানিটারিয়ান কর্মসূচি সাইকেল এর সকল পর্যায়ে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পরিকল্পনার টুলসুগুলি সম্পর্কে তাদের জ্ঞানকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। তাদেরকে চাহিদা নিরূপণ প্রক্রিয়া এবং ইন্টার-সেক্টোরাল চাহিদা বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত রাখতে (পূর্ববর্তী অধ্যায়টি দেখুন), পরিকল্পনা সম্পর্কিত এবং অন্যান্য প্রতিবেদনগুলো পর্যালোচনা করতে, বিভিন্ন প্রকল্প জমা দিতে এবং মানবিক সাড়াদান কর্মসূচির পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন করতে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
৩. স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলো যেন ৩/৪/৫-WS ম্যাট্রিক্স এবং হিউম্যানিটারিয়ান রেসপন্স প্লান এর চাহিদা অনুযায়ী প্রতিবেদন দাখিল করতে পারে সে জন্য সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
৪. প্রয়োজন অনুযায়ী হিউম্যানিটারিয়ান কান্ট্রি টিম/ক্লাস্টার লিড এজেন্সিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা যেন স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ে ডাটাবেইসগুলোতে এবং প্রতিবেদন তৈরির দক্ষতাগুলোতে অবদান রাখতে পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে।

মানবিক-উন্নয়ন-শান্তি সহযোগিতা

১. স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলির ভূমিকা আরও জোরদার করার জন্য কৌশল প্রণয়ন করতে হবে যেন তারা মানবিক, উন্নয়ন এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে অঞ্চলভিত্তিক এপ্রোচ ব্যবহার করে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারীদের^{২২} সাথে কাজ করতে পারে।
২. জাতিসংঘের কান্ট্রি টিমের মতো অন্যান্য ফোরামগুলোর সাথে সমন্বয় সাধনের মধ্য দিয়ে স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলো যেন মানবিক-উন্নয়ন-শান্তি সহযোগিতা তৈরির কৌশলগুলো তৈরির ক্ষেত্রে এবং সামগ্রিক ফলাফল^{২৩} আনয়নে অবদান রাখতে পারে সেজন্য সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি হিউম্যানিটারিয়ান কান্ট্রি টিম/ক্লাস্টার লিড এজেন্সিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরাও যেন স্থানীয় বা জাতীয়ভাবে পরিচালিত উন্নয়ন এবং/অথবা শান্তি পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়াতে অংশ নিতে পারেন সে ব্যবস্থা থাকবে।
৩. যেখানে মানবিক-উন্নয়ন-শান্তি সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজ এবং জাতীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পর্কের পরিবেশ জটিল প্রকৃতির, সেখানে সুশাসনকে শক্তিশালী ও নাগরিক সমাজের স্থানকে উন্নীত করতে কাজ করতে হবে।

নির্দেশকসমূহ- প্রস্তুতি, সাড়াদান এবং মানবিক-উন্নয়ন-শান্তি সহযোগিতা

		বৈশ্বিকভাবে নিরূপণ করা	স্থানীয়ভাবে নিরূপণ করা
০১	কত % স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর প্রতিনিধি ইন্টার এজেন্সি হিউম্যানিটারিয়ান ইভালুয়েশন এ রয়েছে		√
০২	কত % স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠন ৩/৪/৫WS ম্যাট্রিক্স এ রিপোর্ট করছে		√
০৩	কত % স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর প্রতিনিধি জয়েন্ট ইন্টার-সেক্টোরাল এনালাইসিস ফ্রেমওয়ার্ক দলের সদস্য		√

জবাবদিহিতার ক্ষেত্রসমূহ এবং মনিটরিং

১৮. যখন মানবিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সংস্থাসমূহ অনুধাবন করতে পারে যে তাদের চূড়ান্ত জবাবদিহিতা হলো ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কাছে, তখন মানবিক সমন্বয় কাঠামোর সদস্যরা জবাবদিহিতার অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যা সাধারণভাবে মানবিক সংস্কার প্রক্রিয়া (humanitarian reform process) এবং বিশেষত স্থানীয়করণ এজেন্ডাকে ত্বরান্বিত করে। দেশীয় পর্যায়ে জবাবদিহিতার ব্যবস্থাগুলোকে মানবিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সকল সংস্থাসমূহের মধ্যে চর্চা করা এবং পারস্পরিক দায়িত্ব হিসেবে পালন করা উচিত।

²² See [Engaging with States in Conflict and Armed Violence Settings – CP Area of Responsibility](#).

²³ See IASC [Light guidance on collective outcomes](#), 2020.

১. স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোকে কর্মক্ষেত্রে তাদের জবাবদিহিতা প্রদর্শনে সহায়তা করতে হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তাদের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে হবে। সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে তাদের মতামতকে উপস্থাপন করতে হবে এবং সমন্বয় প্রক্রিয়ার আলোচনায় সিদ্ধান্তগুলো সম্পর্কে তাদেরকে যথাযথভাবে অবহিত করতে হবে।
২. স্থানীয়করণ প্রক্রিয়াটি যেন হিউম্যানিটারিয়ান কান্ট্রি টিমের সদস্যদের (হিউম্যানিটারিয়ান কোর্ডিনেশন পারফরম্যান্স মূল্যায়ন, হিউম্যানিটারিয়ান কান্ট্রি কমপ্যাক্ট এবং হিউম্যানিটারিয়ান কান্ট্রি টিমের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায়) জবাবদিহিতা প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিবার পারফরম্যান্স মূল্যায়নের ক্ষেত্রে, স্থানীয়করণের সূচকগুলোর বিপরীতে হিউম্যানিটারিয়ান কান্ট্রি টিমের সদস্যদের পারফরম্যান্সের একটি মূল্যায়ন করতে হবে এবং যেখানে ব্যর্থ হবে সেখানে স্থানীয়করণ বিষয়ে উন্নতির জন্য সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর প্রতি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টার একটি অংশ হিসাবে স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর প্রতি হিউম্যানিটারিয়ান কান্ট্রি টিমের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে নিয়মিত পরামর্শের ব্যবস্থা এবং ফিডব্যাক লুপ (হটলাইন ব্যবস্থা থাকবে যেন বেনামেও অভিযোগগুলোকে রেজিস্টার করা যায়) স্থাপন করতে হবে। স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য যৌথ এডভোকেসি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
৩. স্থানীয়করণ প্রক্রিয়ায় নিরীক্ষণ, অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়নকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং বার্ষিক সমন্বয় সভায় এর কাঠামোগত পর্যালোচনা, ক্লাস্টার পর্যালোচনা, পিয়ার টু পিয়ার সহায়তা এবং অন্যান্য পর্যালোচনাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ফলে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা যাবে এবং যখন যেখানে প্রয়োজন সেখানে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। এ জন্য যথাসম্ভব আলাদা আলাদা করে অন্যান্য তথ্যের সাথে আরো যে সকল তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন হবে সেগুলো হলো লিঙ্গা, জাতি/জাতিগত বৈশিষ্ট্য, বয়স, প্রতিবন্ধী, সেক্সুয়াল অরিয়েন্টেশন এবং লিঙ্গা পরিচয়।
৪. যেখানে সম্ভব দেশীয় পর্যায়ে স্থানীয়করণের অগ্রগতি নিয়ে নিজেদেরকে পর্যালোচনা^{২৪} করতে হবে, স্থানীয়করণ ড্যাশবোর্ডের ব্যবহার করতে হবে। এ বিষয়ে মানুষের ধারণাকে জরিপ করতে হবে এবং অংশীদারিত্ব মূল্যায়নের টুলসগুলোকে^{২৫} ব্যবহার করতে হবে (যতদূর সম্ভব বিশ্বব্যাপী বিদ্যমান তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়াগুলোর উপর নির্ভর করতে হবে। যেমন- বাৎসরিক ভিত্তিতে মানবিক কর্মকাণ্ড সমন্বয় অফিসের (OCHA) করা সমন্বয় ম্যাপিং)। পর্যবেক্ষণের জন্য এই পথ নির্দেশকার নির্দেশকগুলোকে ব্যবহার করতে হবে। সমন্বয় কাঠামোর কার্যকারিতা নিরূপণের লক্ষ্যে একটি বার্ষিক, যৌথ স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলো এবং হিউম্যানিটারিয়ান কান্ট্রি টিম/ক্লাস্টারের মধ্যে সন্তুষ্টি পর্যালোচনা (satisfaction review) করা যেতে পারে, যা স্থানীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর অভিজ্ঞতা/ সাড়া দান প্রক্রিয়াকে একই সাথে পৃথক করতে এবং এর উন্নতির ক্ষেত্রগুলিকে^{২৬} চিহ্নিত করতে পারবে।
৫. ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর প্রতি জবাবদিহিতা আরও ত্বরান্বিত করতে এবং তাদেরকে জবাবদিহিতা চর্চা ও নীতিমালাগুলো সম্পর্কে এবং কিভাবে সমন্বিত ফিডব্যাক ব্যবস্থা চালু করা যায় এসব নিয়ে স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতাকে সমন্বয় করতে হবে। এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলো সংশ্লিষ্ট সমন্বয় কাঠামোগুলোতে তাদের উত্তম চর্চা এবং শিখনকে ভাগ করে নিতে পারে। স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোকে বিদ্যমান সমন্বিত ফিডব্যাক কাঠামোর সাথে সংযুক্ত করতে হবে, যার ফলে এটি নিশ্চিত হবে যে, স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলো সাধারণ পরিষেবা/কমন সার্ভিসেস গুলোতে প্রবেশাধিকার পেয়েছে এবং সেগুলো ব্যবহার করতে পারে।
৬. নিষােতন, শোষণ, হয়রানি এবং দুর্নীতি রোধে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ রিপোর্ট করার সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে অন্যান্যগুলো উপায়গুলোর সাথে জোরদার করতে হবে। উর্ধ্বমুখী জবাবদিহিতার যে প্রশাসনিক বোঝা তা যেন স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ে সংগঠনগুলোর জন্য বোঝা হয়ে যায় তা নিশ্চিত করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

²⁴ See for example: NEAR, *Localisation Performance Measurement Framework*, 2019 and Humanitarian Advisory Group and PIANGO, *Measuring Localisation: Framework and Tools*, 2019.

²⁵ See the *Principles of Partnership self-assessment tool and NEAR's Localisation Performance Measurement System*.

²⁶ Additional guidance may be developed to establish standard methodologies for perception-based surveys and/or satisfaction surveys.

শব্দপঞ্জি

এই তালিকাটি বিস্তৃত নয়, এই নির্দেশিকাতে জাতিসংঘের বিভিন্ন বিভাগসমূহ এবং অফিসগুলির পাশাপাশি জাতিসংঘের এজেন্সিগুলির নাম, বিভিন্ন তহবিল এবং প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জাতিসংঘের সিস্টেমের পূর্ণ তালিকার জন্য ব্রাউজ করুন, https://www.un.org/en/pdfs/un_system_chart.pdf। এই নির্দেশিকায় ব্যবহৃত সাধারণ টার্মিনোলজি/পরিভাষার সংক্ষিপ্তসারের পাশাপাশি এর অভ্যন্তরে ব্যবহৃত পদগুলির সংজ্ঞা বা হাইপার লিঙ্কগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সংস্থাসমূহ

- ডিসও (DCO): ইউনাইটেড নেশন্স ডেভেলপমেন্ট কো-অর্ডিনেশন অফিস
- ওসএইচএ (OCHA): ইউনাইটেড নেশন্স অফিস ফর দ্যা কো-অর্ডিনেশন অফ হিউম্যানিটারিয়ান এফেয়ার্স
- ওইসিডি (OCD): অর্গানাইজেশন ফর ইকোনোমিক কো-অপারেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট
- আইএএসসি (IASC): ইন্টার-এজেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটি
- ইউএনএইচসিআর (UNHCR): অফিস অফ দ্যা ইউনাইটেড নেশন্স হাই কমিশন ফর রিফিউজিস

পরিভাষা

- এএপি (AAP): আকার্ডিন্টবিলিটি টু এফেক্টেড পিপল
- সিএসও (CSO): সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন
- সিবিপিএফ (CBPF): কান্ট্রি বেইজড পুল ফান্ডস
- সিইআরএফ (CERF): সেন্ট্রাল ইমার্জেন্সি রেসপন্স ফান্ড
- জিবিভি (GBV): জেন্ডার-বেইজড ভায়োলেন্স
- এইচসি (HC): হিউম্যানিটারিয়ান কো-অর্ডিনেটর
- এইচসিটি (HCT): হিউম্যানিটারিয়ান কান্ট্রি টিম- একটি মানবিক সঙ্কটের সূচনালগ্নে এবং এই মানবিক সাড়াদান কর্মসূচীর বিভিন্ন কার্যক্রমে জড়িত মানবিক সংস্থাসমূহকে একত্রিত করার জন্য এইচসিটি গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে জাতিসংঘের সম্পর্কিত সংস্থা, এনজিও এবং রেড ক্রস / রেড ক্রিসেন্ট মুভমেন্টের কান্ট্রি ডিরেক্টরগণ (বা সমতুল্য) অন্তর্ভুক্ত থাকেন। এইচসিটির সভাপতিত্ব করবেন আরসি (বা এইচসি, যদি তিনি মনোনীত হন) এবং এটি হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ স্তরের আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থা। এটি মূলত কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পর্যাপ্ত সুরক্ষা, দক্ষতা এবং চাহিদাভিত্তিক সাড়াদান এবং প্রস্তুতির জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত। (Source: Leadership in Humanitarian Action: handbook for the UN Resident and Humanitarian Coordinator).
- এইচপিসি (HPC): হিউম্যানিটারিয়ান প্রোগ্রাম সাইকেল - এইচপিসি হল মানবিক সাড়াদান কর্মসূচীর জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি এর ব্যবস্থাপনা ও বিতরণ করার জন্য পরিচালিত বিভিন্ন পদক্ষেপের সমন্বিত সিরিজ। এটি পাঁচটি উপাদান নিয়ে গঠিত, যার একটি ধাপ যৌক্তিকভাবে পূর্বের ধাপের উপর নির্ভর করে তৈরি করা হয়েছে এবং পরবর্তী ধাপে যাওয়াতে সাহায্য করেছে। এইচপিসির উপাদানগুলি নিম্নরূপ: চাহিদা নিরূপণ এবং বিশ্লেষণ; কৌশলগত সাড়াদান পরিকল্পনা; সম্পদ আহরণ; বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ; এবং বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন।
- এইচআরপি (HRP): হিউম্যানিটারিয়ান রেসপন্স প্লান
- আইডিপি (IDP): ইন্টারনাল ডিসপ্লসড পিপল
- আইসিসিজি/আইএসসিজি (ICCG/ISCG): ক্লাস্টার/সেক্টর কো-অর্ডিনেশন গ্রুপ-আইএএসসি-ক্লাস্টার/সেক্টর সমন্বয়কারীদের গ্রুপ (ক্লাস্টার লিড/কো-লিড এজেন্সি দ্বারা নির্ধারিত) তারা OCHA এর প্রতিনিধিদের সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সভাপতির দায়িত্ব পালন করে। (Source: HPC Step-by-Step Practical Guide for Humanitarian Needs Overviews, Humanitarian Response Plans and Updates)
- আইএফআই (IFI): ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন
- আইএনজিও (INGO): ইন্টারন্যাশনাল নন-গভার্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন
- জেআইএএফ (JIAP): জয়েন্ট ইন্টার-সেক্টোরাল এনালাইসিস ফ্রেইমওয়ার্ক

- ইন্টার-সেক্টোরাল (Intersectoral) – এটি এমন একটি পদ্ধতি যা সিস্টেমেটিক চিন্তাভাবনার গুরুত্বকে প্রাধান্য দেয় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামগ্রিক বিষয়গুলোকে বিবেচনা করে এবং যৌথভাবে মানবিক পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে এমন কারণগুলো কীভাবে এক ক্ষেত্রের পরিস্থিতি, এক বা একাধিক ক্ষেত্রের উপর প্রভাব ফেলে তা তুলে ধরে। এটি ইন্টার-সেক্টোরাল বিভিন্ন কার্যক্রম এবং সমন্বয় প্রক্রিয়াকে (এসডিজি ২০৩০, স্বাস্থ্য ২০২০) ফোকাস করে থাকে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিভিন্ন সেক্টরগুলোতে সমন্বয় গড়ে তোলা এবং আন্তঃ/ক্রস সেক্টরস এর কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে আন্তঃসম্পর্কিত মানবিক/উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ এবং তা অর্জনের ক্ষেত্রে জটিল সমস্যাগুলোকে মোকাবেলা করা। (Source: Joint Intersectoral Analysis Framework Guidance)
- এল/এনএস (LNS): লোকাল এন্ড ন্যাশনাল এন্টরস (তালিকা দেখার জন্য এই নির্দেশিকাটির অনুচ্ছেদ ৫ দেখুন)।
- এমপিএস (MPS): মিনিমাম প্রিপেয়ারডনেস একশনস
- এনজিও (NGO): নন-গভার্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন
- ওডিএ (ODA): ওভারসিস ডেভেলপমেন্ট এসিস্টেন্স
- ওপিডি (OPD): অর্গানাইজেশন ফর পার্সন উইথ ডিজাবিলিটিস
- পিএসইএ(PSEA): প্রোটেকশন ফ্রম সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন এন্ড এবিউজ
- এসডিজি (SDG): সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস
- ডব্লিউএলও (WLO): উইমেন-লেড অর্গানাইজেশন- বর্তমানে এর জন্য আইএএসসি কর্তৃক কোন সংজ্ঞা বিদ্যমান নেই। তবে অনেক নারী নেতৃত্বাধীন সংস্থাগুলি স্বীকার করে যে ডব্লিউএলও একটি বেসরকারী, অলাভজনক এবং অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যেখানে এর বোর্ডের দুই তৃতীয়াংশ (চেয়ার সহ) এবং পরিচালনা এবং কর্মচারী/স্বৈচ্ছাসেবী (নির্বাহী পরিচালক সহ) নারী এবং এটি নারী এবং মেয়েদেরকে ঘিরে এর কার্যক্রম সাজায়। গ্র্যান্ড বারগেইন এ একটি মহিলা-নেতৃত্বাধীন সংস্থাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যে নেতৃত্ব মূলত নারীদের সমন্বয়ে গঠিত এ অর্থাৎ বোর্ড এবং কর্মী উভয় স্তরেই এবং সিনিয়র নেতৃত্বের পঞ্চাশ শতাংশই নারী। যদিও এটিকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে।
- ডব্লিউআরও(WRO): উইমেন-রাইটস অর্গানাইজেশন- এটি ডব্লিউএলও সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এ এর জন্য আইএএসসি কর্তৃক কোন নির্ধারিত সংজ্ঞা নেই। তবে ওইসিডি (OCD) ডব্লিউআরও-কে সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে যেখানে নারী বা মেয়েদের অধিকার, লিঙ্গ সমতা বা নারীবাদী নিয়ে কথা বলা হয়েছে।